যুগান্তর

22 APR 2016
8 2

সরকারি প্রাইমারি স্কুল দখল

জমি ও ভবনগুলো অবিলম্বে দখলমুক্ত হোক

রাজধানীর সরকারি প্রাইমারি স্কুলগুলো কি বারোয়ারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে? এ প্রশ্ন তোলা হল সঙ্গত কারণেই। সরেজমিন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, রাজধানীর ৪৮টি সরকারি প্রাইমারি স্কুলের জমি ও ভবনের একাংশ বেদখল হয়ে আছে বছরের পর বছর ধরে। অবৈধভাবে দখলকৃত জমিগুলোয় গড়ে উঠেছে কমিউনিটি সেন্টার, গ্যারেজ, দোকান, ক্লাবঘর, বস্তি, কাঁচাবাজার, এমনকি ঈদগাহ। কোনো কোনো স্কুলের জমিতে রয়েছে ওয়াসার পাম্প। এ তো গেল জমির কথা। সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য অবৈধভাবে ভাড়া দেয়া হচ্ছে কোনো কোনো স্কুলের ভবন। বলাই বাহুল্য, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে রাজধানীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিঘ্নিত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান।

কারা দখল করেছে সরকারি স্কুলের জমি ও ভবন? উত্তর অবধারিতভাবেই স্থানীয় প্রভাবশালী মহল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই প্রভাবশালী মহলের নিশ্চয়ই রয়েছে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা। আর সম্ভবত সে কারণেই দেড় বছর আগে সংসদীয় কমিটি অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার সুপারিশ করলেও সেই সুপারিশ কার্যকর করার কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। দখল হয়ে যাওয়া জমি ও ভবন উদ্ধারের দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মকর্তারা কেন তৎপর হচ্ছেন না, সে প্রশ্ন তোলা হলেও তারা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারছেন না। বস্তুত উত্তর দেয়ার কিছু নেইও। বিভিন্ন দফতরের মধ্যে শুধু চিঠি চালাচালিতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে যাদের তৎপরতা, তারা সদুত্তর দেবেনই বা কীভাবে? জমি ও ভবন দখলের পুরো বিষয়টি দেখভাল করার দায়িত্বে রয়েছেন যিনি— ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা— যুগান্তরের কাছে যে কয়টি বেদখল উদ্ধারের কথা বলে গর্ববোধ করতে চেয়েছেন, মোট দখলকৃত জমি ও ভবনের তুলনায় তা অতি নগণ্য। তিনি একটি হাস্যকর যুক্তিও তুলে ধরেছেন। বলেছেন, স্থানীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা স্কুলের জমিতে ওয়াসার পাম্প বসিয়েছেন। তিনি অবলীলায় এ-ও বলেছেন, এজন্য তাদের কাছ থেকে কোনো অনুমতি নেয়া বা চাওয়া হয়নি। এ তো ভারি মজার স্বীকারোক্তি! গণ্যমান্য ব্যক্তিরা চাইলেন আর অমনি পেয়ে গেলেন অবৈধ দখল! দ্বিতীয় কথা, অনুমতি ছাড়া অবৈধ দখলদারিত্বের দৃশ্য তারা চেয়ে চেয়ে দেখছেন কোন্ যুক্তিতে? গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কি আইনের ঊর্ধ্বে? পানির পাম্প কোথায় বসবে, তা নির্ধারণের দায়িত্ব ওয়াসা কর্তৃপক্ষের। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বাচ্চাদের স্কুলকেই কেন টার্গেট করলেন, এ প্রশ্ন কি করা হয়েছে তাদের? স্কুল ভবন ভাড়া দিয়ে টাকা আদায়ের বিষয়টি আরও ন্যক্কারজনক। কার ভবন কে ভাড়া দেয়! রাজধানীর অনেক সরকারি প্রাইমারি স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণ জরুরি। তা তো হচ্ছেই না, বরং প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ভবন ভাড়া খাটছে! কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রতি চরম অবজ্ঞা না থাকলে এমন বেআক্কেলে কাজ কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

আমরা চাইব, রাজধানীর সব সরকারি প্রাথমিক স্কুলের সব দখলকৃত জমি ও ভবন অবিলম্বেই উদ্ধার হোক। দেশের প্রাইমারি শিক্ষাব্যবস্থা নানা সমস্যায় জর্জরিত, যেসব সমস্যার সমাধান সহজেই করা সম্ভব, সেগুলোর প্রতি উদাসীনতা মেটেই কাম্য নয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আলোচ্য সমস্যাটিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মন্ত্রণালয় তথাকথিত প্রভাবশালীদের উচ্চতর প্রভাবের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করবে— এটাই প্রত্যাশা।